Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারদিয়া

রোলঃ 228020021

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারদিয়া

রোলঃ 228020021

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গুনাহের ক্ষতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারদিয়া, আইডিঃ 228020021 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গুনাহের ক্ষতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মারদিয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মারদিয়া

আইডিঃ 228020021

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5
গুনাহ কি.....5
কবিরা গুনাহ.....6
ছগিরা গুনাহ.....14
গুনাহের প্রভাব.....15
যে সকল আমল দ্বারা গোনাহ মাফ হয়.....20
উপসংহার:.....39

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা সেই পরম করুণাময়, অশেষ দয়ালু আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি, সঠিক পথ এবং গোনাহ ও নেকীর মধ্যে পার্থক্য করার সামর্থ্য দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর, যিনি মানবজাতিকে গোনাহের ক্ষতি ও পাপমুক্ত জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন।

এই গবেষণাকর্মে মূলত গুনাহ বা পাপের বহুমাত্রিক ক্ষতির দিকগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে—যার মধ্যে রয়েছে আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারলৌকিক ক্ষতি। বর্তমান সমাজে গোনাহকে অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, অথচ ইসলামী দর্শনে গোনাহ এমন এক বিষ যা মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারে। এ কারণেই এ বিষয়টিকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

গুনাহ কি

"গুনাহ" শব্দটি ফারসি হলেও এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে إثم, ذنب, বা معصية, যার অর্থ পাপ, অবাধ্যতা। আল্লাহ তায়া'লা আদেশ অমান্য ও নিষেধ না মানার নামই হচ্ছে গুনাহ।

গুনাহর প্রকারভেদ

ইসলামে গুনাহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. কবিরা গুনাহ (মহাপাপ): যেমন শিরক, হত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্য, সুদ গ্রহণ, ইত্যাদি।

২. সগিরা গুনাহ (ছোট পাপ): যেমন অহেতুক সময় অপচয়, রাগ করা, ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

আর আমলনামা সামনে রাখা হবে, তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে—তারা যা তাতে আছে তা দেখে ভীত। তারা বলবে, 'হায় আফসোস, এ কেমন গ্রন্থ! এতে ছোট বড় কোনো কাজই বাদ দেয়নি—সবই এতে লিপিবদ্ধ আছে।' তারা তাদের সব কিছু সামনে উপস্থিত পাবে। আর তোমার পালনকর্তা কাউকে যুলুম করেন না। (সূরাহ কাহাফ,আয়াত ৪৯)

কবিরা গুনাহ

এমন গুনাহ, যার
কারণে হদ বা ইসলামী দণ্ড ওয়াজিব হয় কিংবা যেসব পাপের ব্যাপারে জাহান্নামের হুমকি, অভিশাপ আপতিত হওয়া, গজব নাজিল হওয়া অথবা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।এছাড়া যে কোনো সাধারণ পাপও সর্বদা করলে তা বড় পাপে পরিণত হয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করলে তা বর্জন করবে; আর কোনো কিছু করতে নির্দেশ দিলে সাধ্যমত তা করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭২৮৮
কবীরা গুনাহ বর্জন
ক. ঈমান বিনষ্টকারী কবীরা গুনাহসমূহ
১. শিরক : যেসব বিষয় ও গুণাবলি একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য এবং যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করা।
সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪৮:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করে; তবে তিনি যাকে ইচ্ছা, অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করে দেন।
* আল্লাহ ছাড়া কাউকে শরীয়ত প্রদানের অধিকারী মনে করা, হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকারী মনে করা। শরীয়তের কোনো বিধান রহিত করার ক্ষমতাবান মনে করা।
* উপায়-উপকরণের ঊর্ধ্বের কোনো বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া। যেমন, কোনো মাযারওয়ালার কাছে বা কোনো পীরের কাছে সন্তান প্রার্থনা করা, ধনাঢ্যতা চাওয়া, রোগমুক্তি প্রার্থনা করা।
* কবরে বা মাযারে তাওয়াফ করা।
* কবরে বা মাযারে সিজদা করা।

* আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত করা।
* আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পশু জবাই করা।
* ভাস্কর্য তৈরি করা বা স্থাপন করা ইত্যাদি।

২. কুফর

* ঈমান গ্রহণ না করা। ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করা। ইসলামী শরীয়তকে অস্বীকার করা। কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করা। শরীয়তের যে কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা। ইসলামের যে কোনো নিদর্শন নিয়ে উপহাস করা। রাসূলের অবমাননা করা। শরীয়তের যে কোনো নিদর্শনের অবমাননা করা। খতমে নবুওত অস্বীকার করা। নবুওতের কোনো মিথ্যা দাবিদারকে বিশ্বাস করা, তাকে মুজাদ্দিদ বা মাহদী বা মাসীহ-এর সদৃশ মনে করা।
* কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ত-বিরোধী আইন প্রণয়ন করা।
* শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধি অস্বীকার করা।
* কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের আইনী দিককে অস্বীকার করা।
* কুরআন সুন্নাহ্র স্পষ্ট বিপরীত আইনকে অনুসরণীয় মনে করা।
* 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মতবাদে বিশ্বাস করা।
* ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো চেতনা, সংস্কৃতি, মতবাদ, ভাবধারা পোষণ, লালন বা প্রসার করা।
* যেসব বিষয় অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতীক (বিশ্বাসগত হোক বা কর্মগত) সেসব বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা।

৩. নিফাক

ক. আকীদাগত নিফাক।

খ. কর্মগত নিফাক।

* কুরআন সুন্নাহ্র বিপরীত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা।
* ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক আলেমগণ বা দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র-মক্তব-মাদরাসার প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

৪. আকীদাগত বিদআত

৫. আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নির্ভয় থাকা।

৬. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৭. তাকদীরে অবিশ্বাস করা।

৮. গণক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা।

৯. মক্কার হারামে কোনো প্রকার অন্যায় করা।

১০. যাদু শিক্ষা বা ব্যবহার করা।

১১. অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা।

১২. নিজের জীবন, সম্পদ ও সকল মানুষের মহব্বতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া।

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা।

১৪. নিজের পছন্দে-অপছন্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও শরীয়তের অনুগত না হওয়া।

১৫. ফরয সালাত পরিত্যাগ করা।

১৬. যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা।

১৭. ওযর ছাড়া রমযানে সিয়াম পালনে অবহেলা করা।

১৮. ওযর ছাড়া জুমার সালাত পরিত্যাগ করা।

১৯. সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করা।

এগুলোর অধিকাংশই ঈমানকে মূল থেকে বিনষ্ট করে দেয়। আর কোনো কোনোটি এমন না হলেও সেগুলো ঈমানকে প্রায় বিনষ্ট করে দেয়।

খ. হারাম খাদ্য ও পানীয়

১. মদ পান করা।

২. মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা।

৩. হারাম প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা।

৪. শুকরের গোশত ভক্ষণ করা।

৫. স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা।

৬. প্রবাহিত রক্ত পান

গ. পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক

১. পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া।

২. মিথ্যা বলার অভ্যাস ।

৩. কৃত্রিম চুল লাগানো ।

৪. শরীরে খোদাই করে উল্কি লাগানো।

৫. পুরুষের জন্য-

* মেয়েলি পোশাক বা চালচলন বা আচরণ করা।

* টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা।

* সোনা ও রেশম ব্যবহার।

* দাড়ি না রাখা।

৬. মেয়েদের জন্য-
* পুরুষালি পোশাক বা আচরণ করা।
* সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে বাইরে যাওয়া।
* মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বাইরে যাওয়া।
* সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া।

ঘ. অন্তর বা মনের পাপ

১. অহংকার করা।
২. নিজেকে বড় ভাবা।
৩. কোন মানুষকে হেয় করা বা ছোট ভাবা।
৪. হক অস্বীকার করা বা হক মেনে নিতে টালবাহানা করা।
৫. আসাবিয়্যাত তথা অন্যায় পক্ষপাত।
৬. উজব তথা আত্মগুণমুগ্ধতা।
৭. রিয়া ও প্রদর্শনেচ্ছা।
৮. হিংসা।
৯. ক্রোধ ।
১০. প্রশংসা ও সম্মানের লোভ।
১১. সম্পদের লোভ।
১২. কৃপণতা।
১৩. নিষ্ঠুরতা।
১৪. ইলম গোপন করা।
১৫. দ্বীনী ইলম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা।

অহংকার, হিংসা, কাউকে হেয় ভাবা, কৃপণতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত কবীরা গুনাহ হলেও এ ব্যাধি মানুষকে বান্দাহ্র হক নষ্ট বা ক্ষতিকারী অনেক পাপের দিকে প্ররোচিত করে। এগুলোর অভিব্যক্তি ব্যক্তির বাইরে প্রকাশিত হয়ে অন্যদের কষ্ট দেয়।

*হাক্কুল ইবাদ তথা সৃষ্টির অধিকার সংক্রান্ত কবীরা গুনাহ

১. আত্মহত্যা করা।
২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা তাদের কষ্ট দেয়া।
৩. সন্তান ও অধীনস্তদেরকে দ্বীনী শিক্ষা না দেয়া ও দ্বীনী তরবিয়ত তথা দ্বীনী মন-মানস ও রুচি-প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা না নেয়া।
৪. অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার ও প্রতিবাদ না করা।
৫. সুদ নেয়া, দেয়া, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া।

৬. ঘুষ নেয়া, দেয়া বা ঘুষ আদান-প্রদানের মধ্যস্থতা করা।সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৮-২৭৯:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

অর্থ: যদি তোমরা তা না করো (সুদ ত্যাগ না করো), তবে জেনে রেখো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৭. যুলুম করা, আল্লাহর যে কোনো মাখলুকের প্রতি যে কোনো প্রকারের যুলুম করা। কারো জান, মাল বা মান-সম্মানে অন্যায় আঘাত করা।

৮. ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেয়া বা ভেজাল দেয়া।

৯. ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।

১০. জুয়া খেলা।

১১. কারো জমি বা সম্পদ আত্মসাত করা।

১২. মীরাস বণ্টন না করে নিজে তা দখল করে রাখা।

১৩. জমির সীমানা পরিবর্তন করা।

১৪. রক্তের আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা।

১৫. আত্মীয়তার হক নষ্ট করা।

১৬. পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা।

১৭. বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেয়া।

১৮. কথাবার্তায় সংযত না হওয়া। যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা।

১৯. মিথ্যা শপথ করা।

২০. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

২১. প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য গোপন করা।

২২. প্রয়োজনীয় পণ্যের অন্যায় মজুতদারী।

২৩. ওয়াদা ভঙ্গ করা।

২৪. আমানতের খেয়ানত এবং সকল প্রকারের দুর্নীতি।

২৫. ধোঁকা ও প্রতারণা।

২৬. বিশ্বাসঘাতকতা।

২৭. কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল অশ্রাব্য কথা বলা।

২৮. অভিশাপ বা গালি দেওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া।

২৯. মুসলিমগণকে কষ্ট দেয়া বা গালি দেয়া।

৩০. কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেয়া।

৩১. কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩২. তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা।

৩৩. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা বা বলানো।

৩৪. স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া।

৩৫. একসাথে তিন তালাক দেয়া বা তালাক দিয়ে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি যুলুম করা।

৩৬. স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা।

৩৭. স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা।

৩৮. উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

৩৯. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৪০. কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়া।

৪১. সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে কাফের বলা বা মনে করা।

৪২. মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা।

৪৩. চোগলখুরি করা।

৪৪. গীবত বা পরচর্চা করা।

৪৫. অসত্য দোষারোপ করা।

৪৬. পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহŸান করা।

৪৭. কারো প্রতি অস্ত্রজাতীয় কিছু উঠানো বা হুমকি প্রদান করা।

৪৮. জেদাজেদী ঝগড়া বা কলহ কোন্দল করা।

৪৯. কোনো মুসলিমের প্রতি হিংসা বা শত্রæতা পোষণ করা।

৫০. মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেয়া।

৫১. কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অর্থ লাভ করা।

৫২. কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেয়া।

৫৩. ইসলাম-নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) অপরাধীর শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা।

৫৪. যে অপরাধে কাউকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়- এমন কোনো অপরাধ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা।

এমনকি ডাকাতি, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদÐ বলে নির্ধারিত সে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা জায়েয হবে না। একমাত্র উপযুক্ত আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও শাস্তি নির্ধারিত হবে। যথাযথ বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে

অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ।

৫৫. রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ করা।

৫৬. রাষ্ট্র বা প্রশাসনের অন্যায় বা যুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা।

৫৭. রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক না কেন।

৫৮. জবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা।

৫৯. (হাট-বাজার, রাস্তাঘাটে) চাঁদাবাজি করা।

৬০. মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দেয়া বা তার অধিকার নষ্ট করা।

৬১. আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট দেয়া বা তাদের সাথে শত্রæতা করা।

৬২. কোনো নবী বা রাসূলের সমালোচনা করা।

৬৩. মহান সাহাবীগণের সমালোচনা করা।

৬৪. মহান আহলে বাইতের সমালোচনা করা।

৬৫. মুজতাহিদ ইমামগণ এবং সালাফে সালেহীন তথা উম্মতের পূর্বসূরী অনুসরণীয় উলামা-মাশায়েখের সমালোচনা করা।

৬৬. কোনো মজলিসে এসে খালি জায়গায় না বসে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা এমনভাবে বসা, যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয়।

৬৭. নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা।

৬৮. কোন প্রাণির মুখে আগুনে পুড়িয়ে বা দাগ কেটে মার্ক করা।

৬৯. অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা।

৭০. কেউ আল্লাহর দোহাই দিয়ে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে তার প্রতি বিরক্ত হওয়া বা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা।

৭১. নিরপরাধ মানুষকে বিশেষত মহিলাকে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।

৭২. সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করে এমন কোনো গল্প-গুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা।

আরো কিছু কবীরা গুনাহ

১. কর্মগত বিদআত

ক. মাযারে বা দরবারে ওরস করা।

খ. ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে জাহেলিয়াতের রীতি-নীতি অনুসরণ করা।

* মাযারে বা সমাধিতে বা স্মৃতিস্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।
* মৃতব্যক্তির লাশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।
* কবরের সামনে বা লাশের সামনে সম্মানার্থে নীরবতার প্রথা পালন করা ।
* মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বালন করা।

২. প্রাণীর ছবি আঁকা।

৩. অফিস-আদালতে, ঘরে বা রুমে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা।

৪. ব্যাভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার।

৫. পরকীয়া।

৬. পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে যে কোনো ধরনের অবৈধ সম্পর্ক।

৭. স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ককে সমর্থন করা। তেমনিভাবে স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীর অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ককে সমর্থন করা।
(তবে এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট শরীয়তসম্মত দলীল ছাড়া শুধু ধারণার ভিত্তিতে বা কোনো আলামতের উপর নির্ভর করে কারো প্রতিই কারো কুধারণা করা হারাম।)

৮. পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল ছবি দেখা।

৯. কুদৃষ্টি করা।

১০. অশ্লীল উপন্যাস পড়া।

১১. টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইলের অবৈধ ব্যবহার। বিশেষ করে এগুলোর মাধ্যমে চোখ, কান বা মন-মস্তিষ্কের কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

১২. স্ত্রীর জন্য স্বামীর মোবাইল বা স্বামীর জন্য স্ত্রীর মোবাইল চেক করা। এককথায় যে কোনো ধরনের 'তাজাসসুস' তথা অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধানই নাজায়েয।

১৩. খেলাধুলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা।

১৪. মুনাফিক বেদ্বীন বা যে কোনো ইসলাম-বিদ্বেষীর ঢালাও প্রশংসা করা বা তাকে অনুসরণীয় বলা বা মনে করা।

১৫. অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব, পূজা-পার্বণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা।

উপরের সকল পাপই অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআন ও হাদীসে এগুলোর ভয়ংকর শাস্তি ও খারাপ পরিণতির কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে কোনো কোনো পাপকে নেক আমলের কারণে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আবার কোনো কোনো পাপ সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। সকল ইবাদত বিনষ্টকারী পাপের মধ্যে রয়েছে- শিরক, কুফর, আকীদাগত বিদআত, অহংকার, হিংসা, অপরের হক (অধিকার) নষ্ট করা, গীবত করা ইত্যাদি। (মাসিক আল-কাওসার)

ছগিরা গুনাহ

ছগিরা গুনাহ অর্থ ছোট গুনাহ। যে সকল গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন কিন্তু কোন শাস্তির কথা বলেননি। যা নেক আমল করলেই ক্ষমা হয়ে যায় তওবার প্রয়োজন হয় না। যেমন রাসূলুল্ল-াহ (ছাঃ) বলেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ হ’তে আরেক জুম‘আ, এক রামাযান হ’তে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্য কাফফারা হবে যদি কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা যায়’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪)*। আল্লাহ বলেন, যারা বড় বড় পাপ ও অশ্ল-ীল কর্ম সমূহ হ’তে বেঁচে থাকে ছোটখাট পাপ ব্যতীত (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী’ *(নাজম ৫৩/৩২)*।

ছগীরা গুনাহের সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যেমন ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক যে সকল পাপের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর গযব, লা‘নত প্রভৃতির কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা কবীরা গুনাহ। এমন গুনাহের সংখ্যা ৭০টির মত *(তাফসীর কুরতুবী ৫/১৫৯)*। ছগীরা গুনাহের উদাহরণ যেমন- বেগানা নারীর প্রতি অনৈতিক দৃষ্টি নিক্ষেপ, কাউকে গালি প্রদান, হিংসা করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। তবে ছগীরা গুনাহ বার বার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমন হযরত ওমর ও ইবনু আববাস প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, لاَ صَغِيْرَةَ فِي الْإِصْرَارِ وَلاَ كَبِيْرَةَ فِي الْاِسْتِغْفَار ‘বারবার ছগীরা গোনাহ করলে সেটি আর ছগীরা থাকে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করলে আর কবীরা গুনাহ থাকে না’ *(নববী, শরহ মুসলিম ২/৮৭)*। যেমন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ছগীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ কেউ বার বার তাকালে তা কবীরা গুনাহ হয়ে যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৫/২৯৩)*। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে’ *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৫৬; ছহীহাহ হা/৫১৩)*।

গুনাহের প্রভাব

গুনাহের প্রভাব হলো—তা যেকোনোভাবে গুনাহগারকে চিন্তিত ও অশান্ত করে রাখে।গুনাহ করার প্রথম পর্যায়ে অনেকে মনে করে, আজ এ গুনাহ করে ফেলি, তারপর ছেড়ে দেব। পরে তাওবা করে ফেলব। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় সে গুনাহ ছাড়া সহজ হয়ে ওঠে না, দিন দিন আরো মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত হয়। গুনাহ করতে করতে এক পর্যায়ে গুনাহ করা অভ্যাসে পরিণত হয়।তখন চাইলেও সহজে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। গুনাহ ক্যান্সারের মতো। ক্যান্সার অপারেশন না করলে যেভাবে আস্তে আস্তে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গুনাহ পরিত্যাগ না করলে তা আস্তে আস্তে সব অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় সব ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়।আল্লাহ তায়া’লা বলেন,
আরবি:

وَذَرُواْ ظَـٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ

বাংলা অনুবাদ:
তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন উভয় ধরনের গুনাহ বর্জন করো। নিশ্চয়ই যারা গুনাহ অর্জন করে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (সূরা:আনআম,আয়াত:১২০)
এই আয়াতে আল্লাহ্ মানুষকে শুধুমাত্র বাহ্যিক গুনাহ নয়, বরং অন্তরের গোপন পাপ থেকেও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। পাপের পরিণতি যে অনিবার্য, সে কথাও এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করেছে, তার কারণে জলে—স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (সৎপথে) ফিরে আসে। Ñসূরা রূম (৩০) : ৪১
অর্থাৎ মানুষের জীবনে যেসব বিপদ ও মসিবত এবং দুর্যোগ ও দুর্দশা আসে সেগুলো তারই কৃতকর্মের ফল; গোনাহ ও পাপাচারের পরিণতি।
অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

আর আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) সেই বড় শাস্তির আগে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে। —সূরা সাজদা (৩২) : ২১

এখানে الْعَذَابِ الْأَدْنٰي (লঘু শাস্তি) বলে দুনিয়াবী শাস্তি তথা রোগ-শোক, আপন-বিপদ ও বালা-মসিবতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গোনাহের কারণে আখেরাতের শাস্তি তো আছেই; দুনিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের মাধ্যমে সেই গোনাহের শাস্তি দেওয়া হবে। —দ্রষ্টব্য, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৬৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ .

তোমাদের উপর যে মসিবত আসে, তা তোমাদেরই হাতের কর্মের ফলে। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন। —সূরা শূরা (৪২) : ৩০

বোঝা গেল, অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার পর আরও যা কিছু রয়ে যায় সেগুলোর কারণেও বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মসিবত আসে। অর্থাৎ কৃত গোনাহ ও অপরাধের সবগুলোর জন্য বান্দা হয়তো তাওবা-ইস্তিগফার করেনি; অথবা করেছে, কিন্তু তার সব তাওবা কবুল হয়নি।

এ বিষয়ে ‘তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন’ থেকে একটি টিকা তুলে ধরছি। হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম লেখেন—

দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবেই এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে, যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে, সাধারণ বালা-মসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোনো কারণঘটিত বিষয়। —তাওযীহুল কুরআন, সূরা রূম (৩০) : ৪১উল্লিখিত একটি আয়াতে যেমন ছোট বড় গোনাহের প্রসঙ্গ এসেছে, অন্য একটি আয়াতে এসেছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোনাহের কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ.

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ ছেড়ে দাও। যারা গোনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। —সূরা আনআম (৬) : ১২০

প্রকাশ্য গোনাহ হল সেইসব গোনাহ, যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে। যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি। আর গোপন গোনাহ হল সেইগুলো, যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি।

আয়াতে উভয় প্রকার গোনাহের শাস্তি শীঘ্রই দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে ভয়ানক সতর্কবার্তা উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে তাদের কৃত অন্যায় ও অপরাধের কারণে যেভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তাদের বর্তমান উত্তরসূরিকেও সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথেও এমনটি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ.

যারা কোনো ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কি এই শিক্ষা লাভ হয়নি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করতে পারি? এবং (হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দিতে পারি, ফলে তারা (কোনো কথা) শুনতে পাবে না? —সূরা আরাফ (৭) : ১০০

কোনো গোনাহ করার সময় কি মনে থাকে একথা? উপলব্ধির সাথে একথা মনে রাখতে পারলে বাস্তবেই গোনাহ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। এখানে গোনাহের শাস্তির কথা তো আছেই, আরও আছে হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।(মাসিক আল কাওসার)

ইবাদত-বন্দেগি করলেও তাতে কোনো ধরনের স্বাদ অনুভব করে না। সে দিন দিন ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে সরতে থাকে। অন্যায় ও অশ্লীলতা চর্চায় তার অন্তর সুখ লাভ করে এবং সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এগুলো সবই তার কৃত গুনাহের মন্দ প্রভাবে হয়।

কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় : যে ব্যক্তির জীবনে গুনাহের কুপ্রভাব রয়েছে সে যখনই কোনো কাজের ইচ্ছা করে, তখনই তার সামনে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। ফলে তার জন্য কাজটি সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে যায়। অবশেষে এর কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, সে

ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় আল্লাহতায়ালা তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেন। ফলে খুব সহজে সে তার কাজ সম্পাদন করতে পারে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার যাবতীয় কার্যাবলি সহজ করে দেন।’ (সুরা তালাক ৪)

রোগ-ব্যাধি বেড়ে যায় : মানুষ যখন গুনাহের কাজে অবাধে লিপ্ত থাকে, তখন আল্লাহতায়ালা এমন এমন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি এ দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, যা আজকের মানুষদের পূর্বপুরুষরা কখনো শোনেওনি। বিশ্বজুড়ে প্রায় সোয়া এক কোটি মানুষ করোনাভাইরাসের গ্রাসে পরিণত হয়েছিল। অথচ পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এসব রোগ কখনো দেখা যায়নি। মূলত প্রত্যেক গুনাহেরই একটি প্রতিক্রিয়া আছে। আর তা দৃষ্টান্তমূলকভাবে আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে কিছুটা দেখিয়ে দেন।

পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া : গুনাহের কারণে দুনিয়াতে মানুষের ওপর বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত নেমে আসে। গুনাহ তো মূলত সেই অবাধ্যতা ও অন্যায়, যে কারণে পূর্বের বহু জাতি ও সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। গুনাহের কারণে আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্য ভয়াবহ বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, তাপদাহ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড, বিভিন্ন মহামারী ইত্যাদি নানামুখী প্রাকৃতিক বিপর্যয় পাঠান। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে আল্লাহ তাদের কোনো কোনো কৃতকর্মের শাস্তি তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে।’ (সুরা রুম ৪১)

গুনাহের মন্দ পরিণতি : আনুগত্য ও ইবাদত হলো নুর আর গুনাহ হলো অন্ধকার। তাই গুনাহ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন গুনাহগারের অস্থিরতাও বেড়ে যায়। পর্যায়ক্রমে সে বিভিন্ন বিদয়াত ও গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এক সময় তার দুই চোখে অন্ধকার ফুটে ওঠে। এমনকি তার মুখাবয়বে এর ছাপ পড়ে, যা প্রতিটি মানুষ দেখতে পায় এবং অনুভব করে।

এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ‘নেক কাজ করার দ্বারা মানুষের চেহারায় উজ্জ্বলতা আসে, অন্তরে নুর জ্বলে, বান্দার রিজিক বৃদ্ধি পায়, শরীরে শক্তি সঞ্চার হয় এবং মানুষের অন্তরেও তার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর গুনাহের কারণে মানুষের চেহারায় এক ধরনের মলিনতা ফুটে ওঠে, অন্তরে অন্ধকারের হাহাকার বোধ জাগ্রত হয়, শারীরিক শক্তি কমে যায়, আয়-উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হয় এবং জনমনে তার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়।’ (আল জাওয়াবুল কাফি ৫১)

গুনাহ সব সমস্যার মূল। তাই সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। মানুষ যত বেশি গুনাহ থেকে দূরে থাকবে, তত বেশি তার আল্লাহর সঙ্গে

সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সব ধরনের গুনাহ এবং এর ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন।

চোখের জিনার ক্ষতি

চোখ অন্তরের শাহি ফটক। অন্তর পর্যন্ত পাপ প্রবেশের প্রশস্ত রাস্তা। চোখের কারণে মানুষ বহু মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে। চোখ অন্তরের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে।মানুষকে কুপথে পরিচালিত করতে শয়তান যে সব অস্ত্রের সাহায্য নেয়। মানুষের চোখ তার অন্যতম। দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। ইবনু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টির হেফাজত করবে, তৎপরিবর্তে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।' (তাবরানি, হাদিস : ১০৩৬২)চোখের অনৈতিক ব্যবহারে মন অশান্ত হয়।

না পাওয়া আর আক্ষেপের অনলে দহন হতে হয়। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে ছেড়ে দেয়, তার আফসোস ও মনোবেদনা স্থায়ী হয়। অন্তরের জন্য অধিক ক্ষতিকর হলো চোখকে ছেড়ে দেওয়া, উম্মুক্ত করে দেওয়া। কেননা, সে তাকে এমন জিনিস দেখায়, যা থেকে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না এবং তা অর্জনও করতে পারে না। আর এটা বড়ই কষ্টদায়ক।(রওজাতুল মুহিব্বিন, পৃষ্ঠা-১১৩)

নবীজি (সা.) আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে আলী! দৃষ্টিকে দৃষ্টির অনুগামী কোরো না (অযাচিত দৃষ্টির পরে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি দিয়ো না); কেননা প্রথমটি তোমার জন্য বৈধ হলেও দ্বিতীয়টি অবৈধ। (তিরমিজি, হাদিস : ২৭৭৭)।কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ভালো কাজের স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে খারাপ কাজগুলোর বর্ণনা দেবে অকপটে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"তুমি এমন কোনো বিষয়ের অনুসরণ কোরো না, যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং হৃদয় — এই সবকিছুরই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

— (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩৬)

আবু হুরায়রা (রা.) নবীজি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'চোখের জিনা (হারাম জিনিসের প্রতি) তাকানো।' (বুখারি, হাদিস : ৬১২২)

চোখের পাপ থেকে বাঁচতে

চোখের অপরাধ থেকে বাঁচতে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা আবশ্যকীয়। সামর্থ্য থাকলে দ্রুত বিবাহ করা নেওয়া, নচেত রোজা রাখা উচিত। হারাম দৃষ্টিপাত চোখের জিনার ভয়াবহতা হৃদয়ে জাগরুক রাখা চাই। যেসব জায়গায় চোখের খিয়ানত হয় সেসব জায়গায় গমনাগমন

থেকে নিজেকে বিরত রাখা। খারাপ কিছু দেখলে ত্বরিত ইস্তিগফার করা। সর্বোপরি পূর্ণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে নামাজ আদায় করা। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"আপনার প্রতি যা ওহী পাঠানো হয়েছে, তা তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণ তো সবচেয়ে বড়। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।"
— (সূরা আনকাবুত: আয়াত ৪৫)

যে সকল আমল দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

গোনাহ যেন মুমিনের কাছে মাথার উপর পতনোন্মুখ বিশাল পাহাড়, যে কোনো মুহূর্তে তা ধ্বংস করে দিতে পারে তাকে। ফলে কোনো গোনাহ হয়ে গেলে মুমিন পেরেশান হয়ে যায়- কীভাবে তা থেকে মাফ পাওয়া যায়; বান্দার হক হলে- কীভাবে তা থেকে দ্রুত মুক্ত হওয়া যায়।

পক্ষান্তরে ফাসেক-ফাজেরের কাছে গোনাহ কোনো পেরেশানীর বিষয়ই নয়। একটি হাদীসে একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে-

إِنّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرّ عَلَى أَنْفِهِ.

মুমিনের কাছে গোনাহ যেন পতনোন্মুখ পাহাড়, যার পাদদেশে সে বসা; যে কোনো মুহূর্তে তা ভেঙে পড়তে পারে তার উপর (ধ্বংস করে দিতে পারে তাকে)। আর ফাসেক-ফাজেরের কাছে গোনাহ যেন নাকের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সামান্য মাছির মত। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩০৮

হাঁ, মুমিনের কাছে গোনাহ এমনই। গোনাহকে মুমিন পাহাড়সম বোঝা হিসেবে দেখে। কোনো পাপ হয়ে গেলে ব্যথিত হয়, কষ্টে থাকে। আফসোস-আক্ষেপ করতে থাকে- কেন পাপে জড়ালাম! আর এটিই ঈমানের আলামত।

এক সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল-

مَا الْإِيمَانُ؟

ঈমান (-এর আলামত) কী, আল্লাহর রাসূল!

নবীজী উত্তরে বললেন-

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার পাপ তোমাকে ব্যথিত করে (পাপ হয়ে গেলে তুমি কষ্টে ভুগতে থাক)। তাহলেই (বুঝবে) তুমি মুমিন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২১৬৬

গোনাহ তো হয়েই যায়। শয়তানের ধোঁকায়, নফসের প্ররোচনায়, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়- গোনাহ হয়েই যায়। কিন্তু আশার কথা হল, আল্লাহ বান্দার জন্য রেখেছেন পাপ মোচনের অগণিত পথ। একে তো যে কোনো পাপ মোচনের জন্যই আল্লাহ খোলা রেখেছেন তাওবার দরজা, যা বান্দার পাপ মোচন করে দেয় এবং শয়তানকে ব্যর্থ করে দেয়। সাথে সাথে বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন নেক আমলের দ্বারাও আল্লাহ বান্দার পাপ মোচন করেন। মুমিন বুদ্ধিমান। সে এসকল আমল-উপলক্ষকে কাজে লাগায় এবং পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট থাকে।

তওবা : সব গোনাহ মুছে দেয়

শয়তানের সারাদিনের চেষ্টা বরং দীর্ঘদিনের চেষ্টা মুহূর্তে ব্যর্থ করে দিতে পারে মুমিন বান্দা। মুমিনকে আল্লাহ তাআলা এমন হাতিয়ার দান করেছেন। কী সেই হাতিয়ার, যা ব্যর্থ করে দিতে পারে শয়তানের সকল চক্রান্ত?

তাওবা। তাওবার মাধ্যমে মহাপাপীও হয়ে যেতে পারে গোনাহমুক্ত; শয়তানের সকল অপচেষ্টা মুহূর্তে ধূলিস্মাৎ করে দিতে পারে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

গোনাহ থেকে তওবাকারী গোনাহমুক্ত ব্যক্তির মত। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২৫০

মুমিন তো গোনাহ নিয়ে বসে থাকতে পারে না। গোনাহ তো মুমিনের কাছে পাহাড়সম বোঝা। তাই মুমিন গোনাহ হওয়ার সাথে তওবা করে নেয়। কুরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা মুমিনের এ গুণের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে-

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ، وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কেই বা আছে, যে গোনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৫

আর আল্লাহ তাআলাও বান্দার তওবা কবুলের জন্য তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করেই রাখেন; দিনে-রাতে, সর্বদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ عَزّ وَجَلّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللّيْلِ، حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

আল্লাহ তাআলা রাতে তাঁর (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনে যারা পাপ করেছে তারা তওবা করতে পারে। আর দিনে তাঁর (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতে যারা পাপ করেছে তারা তওবা করতে পারে। এভাবে (তাঁর অবারিত ক্ষমা) চলতে থাকবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া পর্যন্ত। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৫৯

তো যত বড় গোনাহই হোক না কেন, তওবার মাধ্যমে সব গোনাহ মুছে যায়। বিভিন্ন নেক আমলের দ্বারা তো সগীরা গুনাহগুলো মিটে যায় কিন্তু তওবা- সগীরা-কবীরা সব গোনাহ মিটিয়ে দেয়।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে এবং সচেতন থাকতে হবে- বান্দার হকের ব্যাপারে। তা থেকে মুক্ত হতে হলে, বান্দার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে বা তার থেকে মাফ নিয়ে নিতে হবে তারপর আল্লাহ মাফ করবেন, তার আগে নয়। সুতরাং বান্দার হকের ব্যাপারে সাবধান! শত সাবধান!!

নেক আমল : কৃত পাপ মুছে দেয়

কোনো পাপ হয়ে গেলে মু্মিনের করণীয় কী? পাপ হওয়ার সাথে সাথেই তো মুমিন পেরেশান হয়ে যায় তা মোচনের জন্য। আল্লাহ তাআলা মুমিনকে বাতলেছেন সে পথ। পাপ হয়ে গেছে বান্দা? তওবা কর এবং নেক আমল দ্বারা সেটি মিটিয়ে দাও। ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ، اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ، ذٰلِكَ ذِكۡرٰی لِلذّٰكِرِیۡنَ .

তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে এবং রজনীর প্রথমাংশে। অবশ্যই নেক আমল পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এ তাদের জন্য এক উপদেশ। -সূরা হূদ (১১) : ১১৪

সুতরাং নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া চাই। কোনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করা চাই এবং নেক আমলের মাধ্যমে পাপ মিটিয়ে ফেলা চাই। নবীজীর প্রিয় সাহাবী আবু যর রা.-কে একবার এ উপদেশই দিয়েছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

اتّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا.

হে আবু যর! যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর এবং কোনো পাপ হয়ে গেলেই নেক আমল কর; তা তোমার পাপ মিটিয়ে দিবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৮৭

যে সকল নেক আমল দ্বারা পাপ মিটে যায় এর শীর্ষে হল নামায; উপরোল্লেখিত আয়াতে সেদিকে ইশারা রয়েছে। আর পাপ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার সর্বোত্তম

পদ্ধতিও হল নামায। নামাযের মাধ্যমে মাফ চাইলে আল্লাহ দ্রুত মাফ করেন। হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، قَالَ مِسْعَرٌ: وَيُصَلِّي، وَقَالَ سُفْيَانُ: ثُمّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزّ وَجَلّ إِلّا غُفِرَ لَهُ.

কারো কোনো পাপ হয়ে গেলে সে যদি উত্তমরূপে ওযু করে এবং দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২

এছাড়াও হাদীস শরীফে নামাযের মাধ্যমে পাপ মোচন হওয়ার অনেক বর্ণনা এসেছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায : মধ্যবর্তী গোনাহগুলো মিটিয়ে দেয়

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান তার কি কোনো গোনাহ থাকতে পারে? একে তো নামাযী ব্যক্তি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে, প্রতি নামাযেই গোনাহ থেকে মাফ চাইবে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প করবে- এটাই স্বাভাবিক। তারপরও যদি কোনো গোনাহ হয়ে যায় তো আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম- নামাযের মাধ্যমে বান্দার গোনাহগুলো মিটিয়ে দেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنّ الْخَطَايَا.

(তোমাদের কী মনে হয়?) কারো বাড়ির পাশে যদি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন, না, তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। নবীজী তখন বললেন-

فَذَلِكَ مَثَلُ الصّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنّ الْخَطَايَا.

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্তও এরূপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ (বান্দার) পাপসমূহ মিটিয়ে দেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৭; সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন-

الصّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে আরেক জুমা, এক রমযান থেকে আরেক রমযান এর মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহকে মিটিয়ে দেয়; যদি ওই ব্যক্তি কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে (ওই ব্যক্তির যদি কবীরা গোনাহ না থাকে)। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩

অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ করলে সকল গোনাহের কাফফারা হবে না; বরং শুধু সগীরা গোনাহের কাফফারা হবে। কারণ, কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না (তেমনি বান্দার হকও; যা অন্য হাদীস থেকে বোঝা যায়।

জুমার নামায : সারা সপ্তাহের গোনাহ মিটিয়ে দেয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ تَوَضّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ، وَمَنْ مَسّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করল এবং জুমায় এল। এরপর মনোযোগসহ খুতবা শুনল ও চুপ থাকল। আল্লাহ তাআলা তার গত জুমা ও এই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ মাফ করে দিবেন; আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গোনাহও মাফ করবেন। আর যে ব্যক্তি নুড়ি স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৭

ওযু : গোনাহ ধুয়ে দেয়

নামাযের জন্য, তিলাওয়াত বা অন্য কোনো আমলের জন্য আমরা ওযু করি। নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করি; ওযুর মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই। আমরা দেখি, আমাদের শরীরের ধুলো-ময়লা ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে ওযু এর চেয়েও বেশি কিছু। তা শুধু শরীরের ধুলো-ময়লা ধুয়ে দেয় এবং আমাদের পবিত্র করে- এটুকুই নয়; বরং তা আমাদের গোনাহগুলোও ধুয়ে দেয়। গোনাহের নাপাকী থেকেও আমাদের পবিত্র করে। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا تَوَضّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتّى يَخْرُجَ نَقِيّا مِنَ الذّنُوبِ.

যখন মুসলিম ওযু করে- চেহারা ধোওয়ার সময় পানির ফোঁটার সাথে চোখের গোনাহগুলো ধুয়ে যায় (বর্ণনাকারী বলেন, অথবা নবীজী বলেছেন, পানির শেষ ফোঁটার সাথে ধুয়ে যায়)। যখন হাত ধোয় তো হাতের গোনাহগুলো ধুয়ে যায়।... যখন পা ধোয় তো পানির ফোঁটার সাথে পায়ের দ্বারা কৃত গোনাহগুলো ধুয়ে যায়।... এভাবে বান্দা গোনাহ থেকে একেবারে পাক-সাফ হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

কষ্টের মুহূর্তে পূর্ণরূপে ওযু করা : গোনাহের কাফফারা

প্রচ- শীতের রাতে ওযু করতে যে কী কষ্ট- তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়; শুধু ওযু করার সময় তা অনুভব করা যায়। পানি ছুতেই যেন ভয় লাগে। সে অবস্থায় যে পূর্ণরূপে ওযু করবে তার পুরস্কার কী?

এর পুরস্কার হল, গোনাহ মিটে যাওয়া। এর দ্বারা আল্লাহ গোনাহ মিটিয়ে দেন। বান্দার গোনাহ মিটে যাওয়ার চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে? একটি দীর্ঘ হাদীসে একে 'কাফফারাতুন'-পাপ মোচনকারী বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَالكَفَّارَاتُ المكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي المَكَارِهِ.

পাপ মোচনাকরী হল- নামাযের পর (আরেক নামাযের অপেক্ষায়) মসজিদে অবস্থান করা। পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন এবং কষ্টের মুহূর্তে পূর্ণরূপে ওযু করা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩২৩৩

নামাযের জন্য মসজিদে গমন : কদমে কদমে গোনাহ মাফ

জামাতের নামায আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক প্রিয়। ফলে জামাতের নামাযের জন্য যে কদম আগে বাড়ে তাও আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়। জামাতে নামাযের জন্য আগে বাড়া প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ বান্দার গোনাহ মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.

জামাতের নামায ঘরের বা বাজারের নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব রাখে। কারণ, বান্দা যখন উত্তমরূপে ওযু করে এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হয় তো প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে গোনাহ মিটিয়ে দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭

আমীন বলা : ফিরিশতার সাথে মিলে গেলে...

নামাযে বান্দা চুপিসারে আল্লাহর সাথে কথা বলে। আল্লাহর তাসবীহ পড়ে, হাম্দ ও ছানা করে, দুআ ও প্রার্থনা করে। সূরা ফাতেহার মধ্যে বান্দা হাম্দ ও ছানার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। সূরা ফাতেহা যখন শেষ হয় তখন মুসল্লী আমীন বলে। ফিরিশতারাও তখন আমীন বলেন। বান্দার আমীন ও ফিরিশতার আমীন মিলে গেলে আল্লাহ বান্দার পূর্বের সব গোনাহ মাফ করে দেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ঁ বলেন তখন তোমরাও আমীন বল। غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينযখন ইমাম কেননা তখন ফিরিশতারাও আমীন বলে। ইমামও আমীন বলে। আর যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলবে তার পূর্বের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭১৮৭; সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৮০

রব্বানা লাকাল হামদ : পূর্বের গোনাহ মাফ

রুকু থেকে উঠে ইমাম ঘোষণা করেন- سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه (আল্লাহ শোনেন- যে তার প্রশংসা করে)। এ ঘোষণা শুনে কি মুমিন চুপ থাকতে পারে? সাথে সাথে মুমিনও তার রবের প্রশংসায় সচকিত হয়। সে বলে- رَبَّنَا لَكَ الحَمْد (সকল প্রশংসা তোমারই হে আমাদের রব!)। এহেন মুহূর্তে কি ফিরিশতারা নিরব থাকবে? তারাও আল্লাহর প্রশংসায় সরব হয়। সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব এক দৃশ্যের। আল্লাহ খুশি হন। যে বান্দার তাহমীদ (রব্বানা লাকাল হাম্দ বলা) ফিরিশতাদের সাথে মিলে যায় তার পূর্বের সব গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যখন ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলে তোমরা বল- اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْد। কারণ, যার তাহমীদ ফিরিশতাদের সাথে মিলবে তার পূর্বের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৯

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

সবচেয়ে দামী আমল: গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন,

لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا

গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার মত সমকক্ষ আমল আমি কোনোটিকে মনে করি না। (আদাবুদদুনয়া ওয়াদদীন ১/৯৮)

হাসান বসরী রহ. বলতেন,

مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْه

আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার চাইতে উত্তম কোন ইবাদত আর কোনো

ইবাদতকারী করতে পারি নি। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ২৯৬)
গুনাহ ত্যাগ করা ছাড়া আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না
একারণেই সালাফগণ বলেছেন,
لايُوصِل إلى ولا يَةِ الله إلا بترك الْهَوَى

আল্লাহর ওলি হতে হলে গুনাহ ছাড়তেই হবে। এছাড়া বিকল্প নেই।
হাদিসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন,

اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

গুনাহ থেকে বেঁচে থাক সবচেয়ে বড় আল্লাহ্র অলি হতে পারবে। (তিরমযী ২৩০৫)
অপর হাদিসে এসেছে, আয়েশা রাযি. একদিন নবীজি ﷺ-কে বললেন, অনেকে রাত জেগে ইবাদত করে। আমরা মহিলারা একটু অলসপ্রকৃতির। রাত জেগে ইবাদত করতে পারি না। শুধু ঘুম আসে। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ঘুম বেশি। তো আমাদের শুধু ঘুম আসে। ফলে যারা রাত জেগে ইবাদত করে তাদের থেকে তো পিছনে পড়ে গেলাম। তখন আয়েশা রাযি.-কে নবীজী সান্ত্বনা ﷺ দিয়ে বললেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذُّنُوبِ

যে ব্যক্তি খুব ইবাদতকারীর চাইতেও অগ্রসর হয়ে আনন্দ পেতে চায় তার জন্য উচিত হল, গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ যদি তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো তাহলে রাত জেগে ইবাদতকারীর চাইতেও আগে বেড়ে যেতে পারবে। (মুসনাদ আবু ইয়া'লা ৪৯৫০)

১. হিম্মত করা

গুনাহর ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপনাকে হিম্মত করতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, 'ইন শা আল্লাহ, আমি পারবো। আমার রবের সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার এই চাকচিক্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো।' এই ভাবে প্রত্যয়ী হবেন, তাহলে বেঁচে থাকাটা সহজ হবে।
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا

يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ

আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে অধিক উত্তম ও প্রিয়। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। (মুসলিম ৪৮২২)

২ .নিয়ত করুন, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ করবো না

মনে রাখতে হবে, গুনাহকালীন সময়ে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার ক্ষতি ও করুণ পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী। পাপের উন্মাদনা সাময়িক কিন্তু তার অনুতাপ হবে দীর্ঘ মেয়াদি। সুতরাং আজ থেকে নিয়ত করুন, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ করবো না।

ومَن هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً

আর সে যদি কোনো গুনাহ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন। (মুসলিম ১৩১)

৩. কোনো গুনাহকে ছোট করে না দেখা

গুনাহ হল আমাদের শত্রু। শত্রুর ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হল শত্রুকে কখনো ছোট করে দেখতে নাই।

হাদীসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন,

إياكم ومُحَقَّراتِ الذنوبِ

তুমি ঐ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে। (সহিহ আলজামি' ২৬৮৬)

একটা জিনিস চিন্তা করে দেখুন, হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি একটা বিড়ালকে বেঁধে রাখার কারণে জাহান্নামে চলে গেছে। একজন মুজাহিদ শুধু একটা রশি চুরি করার কারণে জাহান্নামে চলে গেছে। আরো এসেছে, একজন লোক আমল করতে করতে জান্নাতের পাড়ে চলে যায়, তারপর সে হঠাত একটা কথা বলে যার কারণে সে জাহান্নামের পাড়ে চলে আসে।

তাহলে বলুন, কোন গুনাহকে ছোট মনে করে দেখার কোন সুযোগ আছে?!

একজন মুমিন সগিরাকেও কবিরা গুনাহ মনে করে

কবি বলেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

গুনাহকে ছোট মনে করো না। বড় পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়েই তৈরি হয়।

৪. দোয়া করা

দোয়া সকল মুসিবতের সবচে' শক্তিমান প্রতিষেধক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায়, তার উচিত ওই সত্তার দরবারে হাত তোলা যিনি প্রার্থনা শুনেন এবং মুসিবত দূর করেন। হতে পারে গুনাহ বর্জন এবং পবিত্র জীবন গঠন; এই দু'য়ের মাঝে দূরত্ব কেবল দু'টি প্রার্থনার হাত। প্রয়োজন কেবল কয় ফোঁটা চোখের পানি

।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। (সূরা গাফির ৬০)

৫. মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি দিবেন

গুনাহটা তো এই চোখ দ্বারাই বেশি হয় এবং নির্জনে বেশি হয়। সুতরাং নির্জনে কিছু হাদিসে ﷺচোখের পানিও দিতে হবে। এটা সাধারণ দোয়া থেকে স্পেশাল। রাসুলুল্লাহ বলেছেন,

لا يلِجُ النَّارَ رجُلٌ بَكَى مِن خشيَةِ اللَّهِ حتَّى يَعودَ اللَّبنُ في الضَّرعِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব। (জামি' তিরমিযী ২৩১১) গুনাহর কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশের নামই হল, জাহান্নাম। আর সেই জাহান্নাম থেকে চোখের পানির উসিলায় যদি বেঁচে যেতে পারেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে হয় গুনাহটি থেকে বিশেষ রহমতে বাঁচিয়ে নিবেন কিংবা মউতের আগে হলেও এ থেকে তাওবার তাওফীক দিয়ে দিবেন।

৬. মুজাহাদা বা চেষ্টা চালান

এক দিনে কিংবা এক রাতে আপনি গুনাহ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠবেন; এ ধারণা ভুল। বরং এর জন্য কষ্ট করতে হবে, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাতে হবে। আপনি গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক; এটা তখনই বুঝা যাবে যখন এ ব্যাপারে আপনার চেষ্টা অব্যাহতভাবে পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন

,
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা আনকাবুত ৬৯)

৭. ভাবুন, আমার উপর পাহারাদার আছে

মাঝে মধ্যে অন্তরে এই ভাবনা জাগিয়ে তুলুন যে, আমার উপর পাহারাদার আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

আল্লাহ সব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আহযাব ৫২)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. একজন কবির কাছে একটি কবিতা শুনে দরজা বন্ধ করে খুব কেঁদেছিলেন। কবিতাটি ছিল এই

,
إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ
خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ

যদি তুমি দিনের কিছু সময় একাকী কাটাও, তখন একথা বলো না যে, আমি নির্জনে একাকী সময় কাটিয়েছি; বরং বলো, আমার পেছনে সদা সর্বদা একজন পাহাড়াদার আছে।

৮. আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করতে শিখা!

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. কথাটা এভাবে বলেছেন, গুনাহ থেকে বাঁচার একটি কৌশল হল, এই কথা চিন্তা করা গুনাহটি আমি আমার শায়খের সামনে মা-বাবার সামনে কিংবা যারা আমাকে ভালো মানুষ মনে করে তাদের সামনে করতে পারবো কিনা! তারপর চিন্তা করো, তারা তো এখানে নেই। কিন্তু আমার আল্লাহ তো আছেন। তিনি সকলের চেয়েও বড়। সুতরাং তাঁর সামনে গুনাহটি কীভাবে করবো?!

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ এটাই বলেন

,
وَأَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلاً صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ

আল্লাহকে লজ্জা কর, যেমন তুমি তোমার কওমের নেক মানুষকে লজ্জা করে থাকো। (বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ৭৭৩৮)

৯. ভাবুন, আল্লাহর সরাসরি প্রশ্নে কী উত্তর দিবো?

আজ আমি যে গুনাহগুলোতে লিপ্ত, কেয়ামতের দিন তো আল্লাহ আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন যে, বান্দা! এ গুনাহটা কেন করলি? দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে তুমি মনে করেছিলে যে, তোমাকে কেউ দেখে নাই। আমিও কি দেখি নাই? তুমি কি মনে করেছ যে, আমার দেখা মাখলুকের চোখের চেয়ে দুর্বল? রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْكُم أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার রবের মাঝে কোন দোভাষী এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। (সহীহ বুখারী ৬৯৩৫)

চিন্তা করুন, সে দিন তখন আমরা কী উত্তর দিবো?! সেদিন যদি আল্লাহ সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, বান্দা! রাতের দুইটা বাজে কেন তুই অশ্লীলতার ভেতর ডুবে গিয়েছিলি? কেন তুই এমন জিনিসের চর্চা করেছিলি যে, যেখানে পৌত্তলিকতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অবৈধ প্রেম ও নগ্নতাসহ কত শত অপরাধের চর্চা ও শিক্ষা ছিল? তখন আমরা কী উত্তর দিবো?!

১০. আল্লাহ তাআলার সঙ্গ অনুভব করা

সব সময় সর্বাবস্থায় 'আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন' এই কল্পনা ধরে রাখার চেষ্টা করুন। মাহবুবুওলামা পীর যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী বলেন, প্রত্যেক নামাযের পর দৈনিক অন্তত পাঁচ বার কিছু সময়ের জন্য- দুই থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যের মুরাকাবা করলে এই অনুভূতি তৈরি হয়। মুরাকাবা এভাবে করবেন- চোখ বন্ধ করবেন। তারপর ভাববেন, 'আমি যেখানেই থাকি না আল্লাহ আমার সাথে আছেন।' অথবা এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করবেন- هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُم 'তোমরা যেখানেই তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

এভাবে নিয়মিত কিছুদিন করতে পারলে -ইন শা আল্লাহ- ধীরে ধীরে আল্লাহর সান্নিধ্যের সার্বক্ষণিক অনুভূতি অন্তরে বসে যাবে এবং গুনাহ থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বাকি সময়গুলোতেও বেঁচে থাকতে পারবেন।

১১. নিজেকে নিজে বলুন, 'আল্লাহকে ভয় কর'

যখন গুনাহ করতে মন চাইবে তখন নিজেকে নিজে বলবেন 'আল্লাহকে ভয় কর'। অথবা নিজেকে বলবেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

এ বিষয়ে আমরা অনেক হাদীস জানি। যেমন, প্রসিদ্ধ হাদীস আছে যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত বান্দা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ورَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فَقالَ: إنِّي أَخَافُ اللَّهَ

এবং এমন ব্যক্তি (আরশের নিচে ছায়া পাবে) যাকে অভিজাত সুন্দরী কোন রমণী প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও সে বলে; আমি আল্লাহকে ভয় করি। (সহীহ বুখারী ১৪২৩)

এক্ষেত্রে বুখারীর ৩ জনের ঘটনাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যারা গুহাতে আটকা পড়ে গিয়ছিল। যার মাঝে একজন এই বলে দোয়া করল, ওগো আল্লাহ, আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ, যুবক ছিল এই যুগের যুবকদের মত একই রোগে রোগী !

তো সে দোয়া করতে যেয়ে আল্লাহর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলল যে, আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। একবার সে অভাবে পড়ল। তাই আমার কাছে টাকা চাইতে আসল। আমি তাকে কুকর্মের বিনিময়ে ১২০ দিনার দিতে রাজি হলাম। আমিও অভাবে ছিলাম। কোন রকমে আমি টাকাটা জোগাড় করলাম। যখন আমি খারাপ কাজটা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছি। ঠিক তখনি আমার চাচাতো বোন বলে উঠল, 'আল্লাহকে ভয় কর।' ওগো আল্লাহ, তার এই কথার প্রভাবে আপনার ভয়ে আমি সেই কাজ থেকে সরে আসি। আর তার থেকে টাকাটাও আর ফেরত নেই নি। আমার এই কাজটা যদি আপনার জন্য হয়ে থাকে তাহলে পাথরটা একটু খুলে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পাথরটা একটু খুলে দিলেন ।

তাহলে বুঝা গেল এটা একটা নগদ চিকিৎসা ।

১২. গুনাহর পরিণতি নিয়ে ভাবা

গুনাহর পরিণতি নিয়ে যত ভাববেন, বেঁচে থাকা তত সহজ হবে। আর গুনাহর পরিণতি হলো, দুশ্চিন্তা, বিষন্নতা, সংকট, আল্লাহ আর বান্দার মাঝে দূরত্ব তৈরি হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ،
وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয়

কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরা হলো অবাধ্য। (সূরা হাশর ১৮-১৯)।

১৩. দুষ্টু বন্ধু ও সাথীর ব্যাপারে সতর্ক থাকা

কেননা, কিছু যুবক আছে গুনাহ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র জীবন সাজাতে চায়। কিন্তু কোনো দুষ্টু বন্ধু কিংবা সাথীর কারণে আবার ফেঁসে যায়। একারণেই হাদীস শরীফে এসেছে,

المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدُكم مَن يُخالل

মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। (আবু দাউদ ৪৮৩৩)

১৪. ভাবুন, আমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছি না তো?

এই কথা চিন্তা করবেন যে, শয়তান আমাদের প্রধান শত্রু। আর গুনাহয় লিপ্ত থাকার অর্থ হল, আমি আমার সময় কাটালাম শয়তানের সঙ্গে। আর শয়তান কাউকে সঙ্গী বানিয়ে নিতে পারলে তাকে জাহান্নামে নিয়েই ছাড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا

আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! (সূরা নিসা ৩৮)

এও ভাবুন, শয়তান আমাদেরকে দিয়ে গোপন গুনাহ করিয়ে কোথা থেকে কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে!

ইবনুল কাইইয়িম রহ. বলেন

,

أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات

সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দ্বীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। আর বিপরীতে গোপন ইবাদত দ্বীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়। (মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা ১/২৪৩)

ইবনু রজব রহ. তো আরো কঠিন কথা বলেন

,

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার গোপন গুনাহ; যা সম্পর্কে মানুষ জানত না। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১৭২)
সুতরাং ভাবুন, শয়তান আমাদেরকে দিয়ে গোপন গুনাহ করিয়ে কোথা থেকে কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে।

১৫. আউজুবিল্লাহ পড়া

মনের মধ্যে গুনাহের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রতি খেয়াল করে কয়েক বার পড়ুন,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এর অর্থ, বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। একটু আওয়াজ করে পড়ুন। কমপক্ষে নিজে শুনতে পান এটুকু আওয়াজে পড়ুন। দেখবেন, এতে শয়তানের কুমন্ত্রণা কেটে যাবে, ইন শা আল্লাহ।
এর সাথে হাদিসে আসা আরেকটি দোয়াও পড়ুন

آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ

আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ঘোষণা করেন,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করো। (সূরা আরাফ ২০০)

১৬. হঠাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্মরণে রাখা

মৃত্যু কি কাউকে কখনো ক্ষমা করেছে? বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটায় নি? স্ত্রীদের বিধবা করে নি? সন্তানদের এতিম করে নি? সদা আন্দোলিত পাগুলো কি থামিয়ে দেয় নি?
সাহাবী আবু বাকরা রাযি.-এর মৃত্যুশয্যায় সন্তানগণ ডাক্তার নিয়ে আসতে চাইলে তিনি

আনতে দেন নি। মৃত্যুর ফেরেশতা আসার পর তিনি উচ্চস্বরে সন্তানদের বলতে লাগলেন,

أين طبيبكم؟ ليردها إن كان صادقا!ً

কোথায় তোমাদের ডাক্তার? সত্যবাদী হলে মৃত্যুদূত ফেরাও তো দেখি! (আলআলামুল আখীর ২৮)

সুতরাং প্রতিটি জীবনকেি এর মুখোমুখি হতে হতে হবে। আর আপনি কি চান, যখন এর মুখোমুখি হবেন, অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে থাকবেন!? কিংবা মৃত্যু যখন হানা দিবে, তখন নামাযহীন অবস্থায় শুয়ে থাকবেন!?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি! (সূরা মুমিনূন ৯৯-১০০)

হাদীসে এসেছে, ইবনু ওমর রাযি. বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, কোন মুমিন উত্তম? তিনি বললেন, যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। লোকটি বলল, কে সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন,

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ

মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হলো প্রকৃত জ্ঞানী। (ইবনু মাজাহ ৪২৫৯)

১৭. স্মরণ করুন, আপনার প্রতিটি আমল আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হবে

গুনাহের প্রবল ইচ্ছা দমনে উক্ত চিন্তা বেশ কাজে আসে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা বাকারা ২৮১)

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কোনো গোপনই আর গোপন থাকবে না। (সূরা আল হাক্কাহ ১৮)
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একদিন বাগদাদের বাজারে এলেন। অতঃপর এক বোঝা কাঠ খরিদ করে কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। অতঃপর যখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলল, তখন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে, দোকানদাররা দোকান ছেড়ে, পথিকরা পথ চলা বন্ধ করে তাঁর কাছে ছুটে এল ও সালাম দিয়ে বলতে লাগল, আমরা আপনার বোঝা বহন করব। তখন তাঁর হাত কেঁপে উঠল, চেহারা লাল হয়ে গেল, দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বারবার বলতে থাকলেন,

نحن قوم مساكين ، لولا ستر الله لافتضحنا

আমরা মিসকীন। যদি আল্লাহ আমাদের পাপ ঢেকে না দেন, আমরা অবশ্যই সেদিন লাঞ্ছিত হবো। (হুলইয়াতাউল আউলিয়া ১/১৮১)

১৮. স্মরণ করুন, আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে

যেকোনো গুনাহর করার আগে স্মরণ করুন, যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার করে আপনি গুনাহ করছেন, সেগুলো কেয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে আপনারই বিরুদ্ধে। এজগতে নয়; বরং ওই জগতে সকলের সামনে আপনাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আজ আমি তাদের মুখে সীল মোহর লাগিয়ে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে। (সূরা ইয়াসিন ৬৫)
শুধু কি তাই! আমার শরীরের চামড়াও সাক্ষী দিবে আমার বিরুদ্ধে, যদি আমি তা আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করি। সে দিন মানুষ নিজের শরীরের চামড়াকে বলবে,

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا

তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? সেগুলো উত্তর দিবে,

أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে। (সূরা হা-মীম আসসাজদাহ ২১)

১৯. মাঝে মাঝে জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবা...

মাঝে মাঝে গ্যাসের চুলার সামনে দাঁড়াবেন। আগুন দেখবেন। আল্লাহ বলেছেন,

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (সূরা ওয়াকিয়া ৭১) সুতরাং আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাববেন, এই দুনিয়ার আগুনের ইন্ধন তো লাকড়ি, গ্যাস ইত্যাদি। এর উত্তাপ যদি এত বেশি হয় যে, আমি এক মিনিটও সইতে পারব না। তাহলে এই গুনাহর কারণে আমি যে নিজেকে ওই জাহান্নামের উপযুক্ত করে নিচ্ছি, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেই আগুন আমি সৈহ্য করব কিভাবে! এভাবে চিন্তা করলে গুনাহর চিন্তা ধীরে ধীরে বিদায়, ইনশা আল্লাহ।

২০. দুনিয়ার তুচ্ছতা সম্পর্কে জানা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ ২০)

সুতরাং ভাবুন, এই তুচ্ছ দুনিয়ার পেছনে ঘোরে অসীম আখেরাত বরবাদ করে দিচ্ছেন না তো!? আপনার গুনাহ আপনাকে মহান জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে না তো!?

২১. ভাবুন, আল্লাহ আমাকে দেখছেন

সুতরাং তিনি প্রতিনিয়ত আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি নজরে রাখছেন। আপনার দেখা, আপনার শোনা এমন কি আপনার অন্তরের চিন্তা সম্পর্কেও তিনি জানেন। আল্লাহর এক আরেফ কত চমৎকার করে বলেন,

فَاستَحْيِ مِن نَظَرِ الإِلَهِ وَقُل لَهَا — إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي

লজ্জা কর রবের দৃষ্টিকে। নফসকে বল, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দেখেন।

৬৮.আল্লাহওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করুন

আল্লাহওয়ালাদের চেহারা দেখুন, তাঁদের মজলিসে বসুন, তাঁদের কথা শুনুন এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চয় করুন, এতে নফস নিয়ন্ত্রণ করা এবং উপরোক্ত সকল পরামর্শ অনুযায়ী চলা আপনার জন্য সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা আত তাওবাহ ১১৯)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের বসার সঙ্গী বা মজলিস হিসেবে কোনটি সবচেয়ে উত্তম? রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, যার সাক্ষাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বেড়ে যায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসনাদ ইবন আব্বাস রাযি. ৬৩৮)

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, নেক মজলিসের প্রভাব আপনি তখনও নিশ্চিত অনুভব করবেন, যখন রাতের অন্ধকারে স্মার্ট ফোনটা হাতে নিবেন। ব্রাউজিং করার সময় গুনাহর চিন্তা যখন আপনাকে তাড়িত করবে, তখন এই নেক সোহবতের নূর আপনি অনুভব করবেন।

জাফর ইবন সুলাইমান রহ. বলেন,

كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع -وهو تلميذ الإمام الحسن البصري وكان من كبار العباد والصالحين

আমি যখন আমার অন্তরে আল্লাহবিমুখতা অনুভব করতাম তখন মুহাম্মদ ইবন ওয়াসি রহ.-এর চেহারা দেখতাম, যিনি ছিলেন হাসান বসরি রহ.-এর শাগরিদ এবং অনেক বড় আবিদ ও নেককার । (নুযহাতুল ফুযালা ৬৩৮)

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে গুনাহ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং পারিবারিক, সামাজিক ও পারলৌকিক ক্ষতির মূল উৎস। গোনাহ মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে, অন্তরকে অন্ধ করে দেয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং সমাজকেও তা থেকে সাবধান করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন, নেক আমলে অটল থাকার শক্তি দিন এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আল্লাহর দরবারে দরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আমাদেরকে গোনাহের ভয়াবহতা থেকে সাবধান করেছেন এবং নাজাতের পথ দেখিয়েছেন।

আমিন